সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৪তম বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা ❑ ভাদ্র-১৪২৭, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ❑ পৃষ্ঠা ৮

'গম ভুট্টা তথ্যভাণ্ডার' অ্যাপস ২ | আবার বন্যা না হলে ১ হাজার ৩ | এফএওর এমএমআই কমিউনিটি ৪ | সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ৫ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে প্রতি ৬

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৬তম এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করবে বাংলাদেশ –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, ২০২২ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৬তম এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করবে বাংলাদেশ। ১৯৭৩ সালে খাদ্য ও কৃষি সংস্থাতে (এফএও) যোগদানের পর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ এই সম্মান পেয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এফএওর সদস্য হলেও এখন পর্যন্ত কোন সম্মেলন বাংলাদেশে হয়নি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে এবং স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বছরের প্রাক্কালে এই অর্জন দেশের জন্য বিরাট গর্বের ও সম্মানের। ঢাকায় ৩৬তম অধিবেশন এই অঞ্চলের দেশগুলোর অর্জন, সাফল্য, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিষয়ে মতবিনিময় ও পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ শুক্রবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএওর) ৩৫তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এ সময় কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, খাদ্য সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম এবং এফএওর বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসন উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিফিংকালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, ৩৬তম সম্মেলন বাংলাদেশে আয়োজনের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবের ওপর চীন, ভারত, ভুটান, ইরান, তিমুর, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও কম্বোডিয়ার সরাসরি সমর্থন এবং অন্যান্য সদস্য দেশসমূহ সম্মতি প্রদান করে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার আঞ্চলিক সম্মেলন একটি আনুষ্ঠানিক ফোরাম যেখানে সদস্য দেশসমূহের কৃষিমন্ত্রীবৃন্দ এবং অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাগণ খাদ্য ও কৃষিক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ ও সমাধান নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বাংলাদেশ ২০৪১ সালের আগেই উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে – মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে, দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে সংযুক্ত হয়েছে, সে ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। কৃষিমন্ত্রী ২৫ আগস্ট ২০২০ মঙ্গলবার বিকালে ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন– কৃষি সচিব

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান ২৯ আগস্ট ২০২০ মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার কাঁঠালবাড়ীতে বন্যার পরিস্থিতি ও কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি উপস্থিত কৃষক, জনপ্রতিনিধি ও কৃষি বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, বন্যার পানি সরে যাওয়ার সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যাতে আমন আবাদে চারার অভাব না হয় সেজন্য ভাসমান বীজতলা ও বাড়ির আঙ্গিনায় ট্রেতে বীজতলা তৈরি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যাদের আউশ ফসল ও শাকসবজি

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

‘গম ভুট্টা তথ্যভাণ্ডার’ অ্যাপস উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

দেশে গম ও ভুট্টার জাত, উৎপাদন, রোগবালাইসহ সব বিষয়ে প্রশ্ন-উত্তর সংবলিত মোবাইল অ্যাপ ‘গম ভুট্টা তথ্য ভাণ্ডার’ উদ্বোধন করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। তিনি বলেন, দেশে গম ও ভুট্টার প্রচুর চাহিদা রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের খাদ্য হিসাবে ভুট্টা ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। সেজন্য, গম ও ভুট্টার উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। এ অ্যাপসটি গম ও ভুট্টার উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে। গবেষণার মাধ্যমে উন্নত নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে সহায়তা করবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৩ আগস্ট ২০২০ রবিবার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় সভায় অ্যাপস উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। এসময় বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. এছরাইল হোসেন, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক এ অ্যাপসটি তৈরি করেছে। অ্যাপসটির মাধ্যমে কৃষক, গবেষক, সম্প্রসারণকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ আগ্রহী যে কেউ বিশ্বের যেকোন প্রান্তে বসে খুব সহজে গম ও ভুট্টা বিষয়ে তথ্য জানতে পারবেন। গম ও ভুট্টার জাত, জাতের বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন, বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি, রোগবালাই সম্পর্কিত তথ্যসহ গম ও ভুট্টা সম্পর্কে যেকোন বিষয়ে প্রশ্ন করা ও উত্তর জানা যাবে। বর্তমানে গুগল প্লে স্টোর এ পাওয়া যাচ্ছে এ অ্যাপসটি।

পরে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার সময় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনকে বিপর্যুদস্ত করে ফেলেছে, মহাসংকটে ফেলেছে। এই অবস্থায়, খাদ্যের অভাবের কারণে মানুষকে যাতে আরেকটা মহাসংকটে পড়তে না হয়, সেজন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে কাজ করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নিরলসভাবে কাজ অব্যাহত রেখেছে।

সততা ও নিষ্ঠার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নই শেষ কথা নয়, বরং যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তার কতটুকু অর্জন হয়েছে তা মূল্যায়ন করা হবে। সেজন্য, প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির সাথে সাথে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব বা ইমপ্যাক্ট, সফলতা ও অর্জনও এখন থেকে তুলে ধরতে হবে।

সভায় জানানো হয়, চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

ছাতকে কৃষি বিভাগের সবজি পুষ্টি বাগান স্থাপনে বীজ বিতরণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সমন্বয়ে, পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে উপজেলার ২৮ জন দরিদ্র গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের মাঝে ১৭ প্রকারের সবজি বীজ ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। বসতবাড়িতে ও মাঠে পরিকল্পিত লাগসই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সবজি পুষ্টি বাগান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বছরব্যাপী চলমান রেখে পারিবারিক খাদ্য পুষ্টির চাহিদা মেটানো এবং আয় বৃদ্ধি করার জন্য এই প্রণোদনা প্রদান করা হয়। ২৭ আগস্ট ২০২০ উপজেলা কৃষি অফিসের হল রুমে সবজি বীজ বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সদস্য জনাব তৌফিক হোসেন খান। এ সময় তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা যে, এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে সেই লক্ষে কৃষি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য আমাদের বাড়ির আশপাশের জমি আমরা ফেলে না রেখে সেখানে বিভিন্ন ফল ও সবজির চারা রোপণ করব। এতে করে আমাদের এই জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের দ্বারা নিজেদের পুষ্টি চাহিদা মিটিয়েও অর্থ উপার্জন করা সম্ভব হবে।

আসাদুল্লাহ, এআইসিও, সিলেট

কৃষকের বাজারে গেলে নিরাপদ শাকসবজি মেলে

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন বিশ্বে রোল মডেল। দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পর বর্তমান সরকার নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে সবার পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে ক্ষতিকর বালাইনাশকমুক্ত নিরাপদ শাকসবজির যোগান দিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছে ‘কৃষকের বাজার’। গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউর সেচ ভবন প্রাঙ্গণে ‘কৃষকের বাজার’ উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। বিষমুক্ত নিরাপদ শাকসবজি, ফলমূল পাওয়া যায় এ বাজারে। কৃষকরা সপ্তাহে দুইদিন শুক্র ও শনিবারে তাদের উৎপাদিত শাকসবজি ফলমূল নিয়ে এ বাজারে আসেন। টাটকা এসব কৃষিপণ্য কেনাবেচা শুরু হয় সকাল ৭টা থেকে। ঢাকার আশপাশের জেলাধীন মোট আটটি উপজেলা থেকে নিরাপদ বিভিন্ন শাকসবজি নিয়ে সরাসরি কৃষকরা কোনো মধ্যস্বত্বভোগীদের ছাড়াই এ বাজারে পণ্য বিক্রি করতে পারেন।

গত ২৮ আগস্ট ২০২০ তারিখ সকালে সরেজমিন কৃষকের বাজার পরিদর্শনে দেখা যায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আগ্রহী ক্রেতার উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে বেচাকেনা চলছে। কৃষকের বাজারে কৃষিপণ্য নিয়ে আসা নরসিংদী শিবপুরের কৃষক নাদিম জানান তার পারিবারিক খামারে উৎপাদিত পণ্য এ বাজারে নিয়ে এসে বিক্রি করে বেশ লাভবান হচ্ছেন। পণ্যের পরিবহণ সরকারি গাড়িতে হয় বলে পরিবহণ খরচ বেঁচে যাওয়ায় লাভের হার বেশি। এ সপ্তাহে তিনি নিয়ে আসেন হুমাই কলা, চাঁপাকলা, সাগরকলা, ঢেঁড়স, আমড়া, কাঁকরোল, কচু, লেবু। তিনি আরও জানান সরকারের এই উদ্যোগে ন্যায্যমূল্য পেয়ে আমরা সাধারণ কৃষক খুব লাভবান হচ্ছি। সাভারের ধামরাই থেকে আগত কৃষক সিরাজুল ইসলাম তাল, লটকন, আমড়া, লেবু, সরিষার তেল নিয়ে এসেছেন। তিনিও জানান লাভ খুব ভালো হয়। উপস্থিত ক্রেতাদের সাথে আলাপ করে জানা যায় অনেকেই নিয়মিত এ বাজারে আসেন এবং বিষমুক্ত টাটকা শাকসবজি কেনেন। সবজির গুণগত মানও খুব ভালো বলে তাঁরা জানান। একইসাথে সরকারের এই উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এ ধরণের আরও বাজারের অনুরোধ করেন। শাকসবজির পাশাপাশি এখানে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রজাতির টাটকা মাছ বিক্রি করা হয়। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনও এখানে বিভিন্ন ধরণের শাকসবজি, ফলমূল বিক্রি করে থাকে। কৃষকের বাজার ব্যবস্থাপনা করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন। বাজার পরিদর্শনকালে আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসারসহ অত্র কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, ঢাকা অঞ্চল

আবার বন্যা না হলে ১ হাজার ৩২৩ কোটি টাকার ফসলের ক্ষয়ক্ষতি খাদ্য উৎপাদনে তেমন প্রভাব পড়বে না –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্যরত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, এবারের বন্যায় ৩৭টি জেলায় সর্বমোট ১ হাজার ৩২৩ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হয়েছে। বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়া ফসলি জমির পরিমাণ ২ লাখ ৫৭ হাজার ১৪৮ হেক্টর, যার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ১ লাখ ৫৮ হাজার ৮১৪ হেক্টর। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ১২ লাখ ৭২ হাজার ১৫১ জন। কৃষিমন্ত্রী ১৭ আগস্ট ২০২০ বুধবার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে বন্যায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ও তা মোকাবিলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন। এসময় কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ আরিফুর রহমান অপু, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩২ হাজার ২১৩ হেক্টর জমির আউশ ধান, ৭০ হাজার ৮২০ হেক্টর জমির আমন ধান এবং ৭ হাজার ৯১৮ হেক্টর জমির আমন বীজতলা। টাকার হিসাবে আউশ ধান ৩৩৪ কোটি, আমন ধান ৩৮০ কোটি টাকা, সবজি ২৩৫ কোটি, পাট ২১১ কোটি টাকার ক্ষতি উল্লেখযোগ্য।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বন্যার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা ক্ষতি পুষিয়ে যেন আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেজন্য বিভিন্ন প্রণোদনার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৭ কোটি ৫৪ লাখ টাকার কৃষি উপকরণ ২ লাখ ৩৯ হাজার ৬৩১ জন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এর আওতায় স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি বিভিন্ন শাকসবজি চাষের জন্য প্রায় ১০ কোটি ২৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ১ লাখ ৫২ হাজার কৃষককে লালশাক, ডাঁটাশাক, পালংশাক, বরবটি, শিম, শসা, লাউবীজ ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। কমিউনিটিভিত্তিক বীজতলার মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি ১৫ লাখ টাকা, প্রায় ৭০ লাখ টাকার ভাসমান বেডে এবং ৬১ লাখ টাকা ব্যয়ে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপণের জন্য আমন ধানের চারা উৎপাদন/বীজতলা তৈরি ও বিনামূল্যে বিতরণ কাজ চলছে। সেই বীজতলা থেকে চারা নিয়ে কৃষকেরা আমন রোপণ করছেন। এ ছাড়া, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আমন চাষ সম্ভব না হলে ৫০ হাজার কৃষকের মাঝে প্রায় ৩ কোটি ৮২ লাখ টাকায় ৩৫ জেলায় ৫০ হাজার কৃষকের মাঝে প্রায় ৩ কোটি ৮২ লাখ টাকার মাষকলাই বীজ, ডিএপি ও এমওপি সার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, আরও প্রায় ৭৫ কোটি টাকার প্রণোদনা কর্মসূচি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ অর্থ দিয়ে ৯ লাখ ২৯ হাজার ১৯৪ জন ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক কৃষককে গম, সরিষা, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী, খেসারী, পিঁয়াজ, মরিচ, টমেটো ইত্যাদি ফসল আবাদের জন্য বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা হবে। এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

রংপুর অঞ্চলে কমিউনিটি বীজতলার চারা বিতরণ

ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) মো. মাহবুবুল ইসলাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলে কৃষি প্রণোদনাসহ মাঠে চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম ২০ আগস্ট ২০২০ দিনব্যাপী পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালের শুরুতেই তিনি রংপুরের পীরগাছা উপজেলার পারিবারিক পুষ্টি বাগান কমিউনিটি বেজড আমন বীজতলা, বীজ উৎপাদনের জন্য সমকালীন চাষাবাদ, বীজ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত রাইচ কোকন এবং আপৎকালীন আমন ধানের চারা ট্রে ও ভাসমান বীজতলায় উৎপাদিত চারা পরিদর্শন করেন। করোনার এ সময়ে তিনি কৃষিজীবী ভাই ও বোনদের এ কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং তাদের সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য আশ্বস্ত করেন। এরপর তিনি নীলফামারীর ডিমলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শোকসভায় অনলাইন জুম মিটিং এ অংশ গ্রহণ করেন। পরে সেখানে তিনি কমিউনিটি বেজড, ট্রেতে উৎপাদিত চারা, ভাসমান বীজতলা এবং পারিবারিক সবজি বাগান পরিদর্শন করেন এবং কৃষিজীবীদের মাঝে ধানের চারা বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য, এ সময় প্রধান অতিথির সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপসচিব কৃষি মন্ত্রণালয় মো. মনিরুজ্জামান। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মচারীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মো. মাহবুবুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বরিশালে ফলের চারা রোপণ অনুষ্ঠান

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৯ আগস্ট ২০২০ রবিবার বরিশালস্থ বাবুগঞ্জের মধ্য রাকুদিয়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে (এআইসিসি) ফলের চারা রোপণ করা হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিস আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক মো. শহীদুল্লাহ। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক, স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. মজিবর রহমান, এআইসিসির সভাপতি রিতা ব্রহ্ম, কোষাধ্যক্ষ সেলিনা বেগম প্রমুখ।

এফএওর এমএমআই কমিউনিটি ওয়েবিনার সিরিজ উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

এফএওর গ্লোবাল এগ্রিকালচার এন্ড ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রামের (জিএএফএসপি) আয়োজনে ২৬ আগস্ট ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এমএমআই কমিউনিটি ওয়েবিনার সিরিজ উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। তিনি বলেন, কৃষক সংগঠনগুলো কৃষি বহুমুখীকরণ, যান্ত্রিকীকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। এ ওয়েবিনার তথা প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে কৃষকরা তাদের সম্পদের সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে। তিনি আরো বলেন, এর মাধ্যমে চাষিদের আপন শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবে। পুঁজির ঝুঁকিগুলো এড়িয়ে ব্যবসা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জনেও সক্ষম হবে। তিনি কৃষক সংগঠনগুলোর কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) মহাপরিচালক ড. মো. আবদুল মুঈদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ, বিশ্ব ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ড. ইফতিখার মোস্তফা, এফএও ইনভেস্টমেন্ট সেন্টারের এশিয়া প্যাসিফিক সার্ভিসের প্রধান টাকায়ুকি হাগিওয়ারা এবং বাংলাদেশের এফএও দেশীয় প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই রংপুরের উপপরিচালক ড. মো. সরওয়ারুল হক, এফএও ঢাকা ফুড সিস্টেমের চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার জন টেইলর প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন এমএমআই-বাংলাদেশের সমন্বয়কারী ড. ইমানুন নবী খান এবং মূল আলোচক হিসেবে ছিলেন এফএও ইনভেস্টমেন্ট সেন্টারের কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামসুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কৃষি সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধি ও কৃষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ ২৪১ জন অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, বিশ্বে মাত্র ১০-১৫ ভাগ ক্ষুদ্র কৃষক সংগঠিত আছেন। তারা খাদ্যের যোগানদাতা হলেও নানান সমস্যায় জর্জরিত। এর মধ্যে পুঁজির ঘাটতি, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভাব অন্যতম। তবে জিএএফএসপি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এফএও এমএমআই প্রকল্পের পরামর্শে কৃষক সংগঠনগুলো ক্রমান্বয়ে দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। সে ধারাবাহিকতার ফসল হলো কমিউনিটি ওয়েবিনার সিরিজ তথা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। মোট ১৪টি বিষয়ে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। অংশীদার সংগঠনগুলো ১৫টি ভ্যালুচেইনে বিনিয়োগ, সে সাথে রুরাল ইনভেস্ট টুল ব্যবহার করে তারা ব্যবসা পরিকল্পনা দাঁড় করেছেন। এসব বিষয়গুলো হলো বীজগ্রাম, নিরাপদ মাংস উৎপাদন, মাছচাষ, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সোনালী মুরগী পালন, হাঁস পালন, নিরাপদ সবজি উৎপাদন, লাভজনক শস্যবিন্যাস, মিশ্র উদ্যানফসল, ঔষধিবৃক্ষ, স্বাস্থ্যকর খাদ্য, টেকসই কৃষক সংগঠন এবং ভার্চুয়ালকল সেন্টার।

জয়পুরহাটে কৃষকের মাঝে মাসকলাই বীজ ও সার বিতরণ

কৃষিবিদ আবদুল্লাহ -হিল-কাফি, রাজশাহী, কৃতসা

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব আলহাজ অ্যাডভোকেট শামসুল আলম দুদু, এমপি, মাননীয় সংসদ সদস্য, জয়পুরহাট-১ আসন

জয়পুরহাট-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ অ্যাডভোকেট শামসুল আলম দুদু এমপি ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ জয়পুরহাট সদর উপজেলার মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান ঢালী মিলনায়তনে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খরিপ-২ মৌসুমের জন্য ১৬০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা সহায়তার আওতায় প্রত্যেক কৃষককে ১ বিঘা জমিতে চাষের জন্য ৫কেজি মাসকলাই বীজ, ১০কেজি ডিএপি সার এবং ৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট হারে আবাদি জমি কমে যাচ্ছে কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীকে খাওয়াতে হলে বেশি বেশি উৎপাদন ছাড়া উপায় নাই। আর উৎপাদন বাড়াতে দরকার নতুন নতুন আধুনিক প্রযুক্তি এবং মাঠ পর্যায়ে তার যথাযথ ব্যবহার।

জয়পুরহাট সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিল্টন চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জয়পুরহাট সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান অশোক কুমার ঠাকুর, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার অমল চন্দ্র মণ্ডল এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ ইনসান আলীসহ অন্যান্যরা।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সদর উপজেলা কৃষি অফিসের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ ফারজানা হক।

রাঙ্গামাটিতে কৃষি উপকরণ বিতরণ ও কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে কৃষি উপকরণ বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মো: ফজলুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি অঞ্চল

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি এর আয়োজনে ২৯ আগস্ট ২০২০ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মহালছড়ি উপজেলায় অনুষ্ঠিত কৃষক প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটির অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ তপন কুমার পালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: ফজলুর রহমান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটির মুখ্য প্রশিক্ষক কৃষিবিদ মো: আল মামুন এবং মহালছড়ি উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ রেজাউল করিম।

প্রধান অতিথি বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বাড়াতে কৃষিতে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার বাড়াতে হবে। নিম, মেহগনি, তামাক ইত্যাদি উদ্ভিদ থেকে খুব সহজে এবং কম খরচে পরিবেশবান্ধব কার্যকর বালাইনাশক তৈরি করা যায়।

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিভিন্ন প্রকার সবজি বীজ, ফেরোমন লিউর, প্লাস্টিক বয়াম, ফলদ বৃক্ষের চারা ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এসব প্রশিক্ষণে ৫৬ জন কৃষানি এবং ৩৪ জন কৃষকসহ সর্বমোট ৯০ জন অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, রাঙ্গামাটি, কৃতসা

সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রয়েছে–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

অনলাইন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় দীর্ঘমেয়াদি কী প্রভাব পড়বে তা বলা মুশকিল। তবে বাংলাদেশ সরকার কোভিড-১৯ মোকাবিলায় দ্রুততার সাথে সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে কৃষকদেরকে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করছে। ফলে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও খাদ্য উৎপাদনের ধারা বজায় আছে। আশা করা যায়, করোনার প্রভাবে দেশে খাদ্য নিয়ে কোন সংকট হবে না।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ বৃহস্পতিবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৫তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক কনফারেন্স ভাষণে অনলাইনে এসব কথা বলেন। এ সময় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, খাদ্য সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. আব্দুর রৌফ, এফএওর বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ ও জুনোটিক (প্রাণিবাহিত) রোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 'এক স্বাস্থ্য অ্যাপ্রোচ' নিতে হবে যেখানে মানুষ, প্রাণি, উদ্ভিদ ও পরিবেশের মধ্যে আন্তসম্পর্ককে বিবোচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে।

এবারের ৩৫তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক কনফারেন্সের আয়োজক ভুটান। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১-৪ সেপ্টেম্বর সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ কনফারেন্স। কনফারেন্সের চেয়ারপারসন ভুটানের কৃষি ও বনমন্ত্রী লিওনপো ইয়েশি পেনজর, এফএওর মহাসচিব ডংইয়ু কিউ, সদস্যদেশসমূহের কৃষিমন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ৪৬টি দেশ এ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

আবার বন্যা না হলে ১ হাজার ৩২৩ কোটি টাকার

৩য় পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারিবারিক কৃষির আওতায় সবজি পুষ্টি বাগান স্থাপন কর্মসূচির আওতায় ৩৭ কোটি ৩৬ লাখ ২২ হাজার টাকা ব্যয়ে ৬৪ জেলায় মোট ১ লাখ ৪১ হাজার ৭৯২ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ/ চারা ও সার সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২০-২১ অর্থবছরে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে। এর আওতায় ১৫২ কোটি ৯১ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬৪ জেলায় ৪৯১টি উপজেলার ৪৫৯৭টি ইউনিয়ন এবং ১৪০টি পৌরসভায় মোট ৪ লাখ ৭৩ হাজার ৭০০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ/ চারা ও সার সহায়তা প্রদান করা হবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মেহেরপুর সদরে আউশ কর্তনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মো.জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা

আউশ ধান কর্তন উদ্বোধন অনলাইন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

মেহেরপুর জেলায় ২২ আগস্ট ২০২০ শনিবার ঢাকা থেকে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সদর উপজেলার কালাচাঁদপুর গ্রামে আউশ ধান কর্তন উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি অনলাইন অনুষ্ঠানে বলেছেন, আউশ আবাদ বৃদ্ধির জন্য কৃষকদেরকে বীজ, সার, সেচসহ বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়েছে সরকার। সারের দাম কমানো হয়েছে। অন্যদিকে, কৃষি বিজ্ঞানীরা অনেকগুলো উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবন করেছে, যেগুলো চাষের ফলে গড় ফলনও বেড়েছে। আজকের ক্রপ কাটিংয়ে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বিঘা জমিতে এখন ১৮-১৯ মণ ধান হচ্ছে যেটি অত্যন্ত গর্বের ও অহংকারের। অথচ, এক সময় আউশ উৎপাদন সবচেয়ে কম হতো। বিঘা মাত্র ২-৩ মণের মতো। ফলে, এবছর অনেক উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে কৃষকেরা আউশ চাষ করেছেন। সারা দেশে আউশের আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি

প্রথম পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশেষ করে যাদের মাচার ফসলের ক্ষতি হয়েছে তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রণোদনা দিয়ে দ্রুত শাকসবজি উৎপাদন করে বাজারে আনতে পারলে বন্যার ক্ষতি দ্রুত পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন আউশ চাষি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের তালিকা করে প্রত্যেককে বন্যা পরবর্তী যে ফসল আবাদ করবে তাদেরকে একবিঘা জমি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ প্রণোদনা দেওয়া হবে।

পরে কৃষি সচিব বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ভাঙ্গা উপকেন্দ্রে ফরিদপুর অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সব সংস্থার অঞ্চল প্রধানগণের সাথে বন্যা ও বন্যাউত্তর কৃষি পুনর্বাসন এবং আমন ও বোরো মৌসুমের কৃষি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বলেন, সরকার খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়। এজন্য ফসল উৎপাদনের গতিকে চলমান রাখতে হবে। তিনি বলেন, বন্যার ফলে বোনা আমন ও আউশ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পরবর্তী রবি মৌসুমে প্রণোদনা প্রদান করা হবে। উচ্চফলনশীল বীজ দ্রুত কৃষকের নিকট পৌঁছাতে গবেষণা, বিএডিসি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মধ্যে দীর্ঘসূত্রিতা কমানো হবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ভাঙ্গার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তুষার চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য ও ফরিদপুর অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি ও কৃষির চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ রিফাতুল হোসাইন। অনুষ্ঠানে ফরিদপুর অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সকল সংস্থার অঞ্চল প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সদরে আউশ কর্তনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

৫ম পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিপণ্যের বাজারজাতে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। ইউরোপ-আমেরিকায় শাকসবজির অনেক দাম। এদেশের কৃষিপণ্যকে ইউরোপ-আমেরিকাসহ উন্নত দেশের বাজারে রপ্তানি করতে পারলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। সেজন্য, পূর্বাচলে একটি এগ্রো প্রসেসিং সেন্টার করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। যাতে করে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী এদেশ থেকে কৃষিপণ্য রপ্তানি করা যায়।

এতে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো: শাহজাহান কবীর, মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, এমপি বলেন, মেহেরপুর কৃষিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চল। দেশের কৃষিতে ভবিষ্যতে এ অঞ্চলের ব্যাপক অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। তাই এ অঞ্চলের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে দেশের কৃষিখাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার এ অঞ্চলের কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে সেচের সুবিধার জন্য কিছু নদী খনন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো নদী ও খাল খনন করা হবে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় এ অঞ্চলের বিভিন্ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কৃষিকে আরো এগিয়ে নিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেন, নতুন জাতের প্রসার ও জনপ্রিয়করণে এ ধরণের ফসল কর্তণ উৎসব খুবই প্রয়োজন। বর্তমানে ব্রি ধান-৪৮ আউশের একটি ভাল জাত, তবে এর চেয়েও ভালজাত বা মেগাভ্যারাইটি ব্রি ধান-৮৩ নিয়ে আসা হচ্ছে। এ ছাড়া, কৃষকের কাছে নতুন জাতের চাষাবাদ জনপ্রিয় করতে জেলা-উপজেলার ফান্ডের মাধ্যমে কিছু বীজ ক্রয় করা ও সংরক্ষণ করা গেলে সহজেই জাতগুলো জনপ্রিয় হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলাতে জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, এ জেলায় কৃষির সব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে উদ্যোগ নেয়া হবে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলায় ক্রমাগত আউশ ধানের আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ১০ বছরে আউশ আবাদ বেড়েছে দ্বিগুণ। ২০১০-১১ সালে আউশ আবাদ হয়েছিল ১০ হাজার ৪৩০ হেক্টর জমিতে, চলতি বছরে আবাদ হয়েছে ২০ হাজার ৮৩০ হেক্টর জমিতে। আর গত বছরের তুলনায় এবছর ৩০ ভাগ বেশি জমিতে আবাদ হয়েছে। ফলন ভাল হওয়ায় এ বছরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৭০ হাজার ৮২২ মেট্রিক টন অর্জিত হবে আশা করছে মেহেরপুর কৃষি বিভাগ।

আউশ আবাদ বৃদ্ধিসহ সকল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বীজ, সার, সেচসহ কৃষি উপকরণে বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার। মেহেরপুরে এ বছর আউশের, মাসকলাই ও পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি জন্য ৮ হাজার ৫৫০ জন কৃষকের মাঝে ৩৮ লাখ টাকার প্রণোদনা বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, সেচের পানির কম ব্যবহারের ফলে উৎপাদন খরচ কম হওয়া এবং কৃষি বিভাগের নিরলস উৎসাহ-সহযোগিতার ফলে কৃষকেরা আউশ আবাদে আগ্রহী হচ্ছেন।

করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমনে এ বছরের আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ২৫ হাজার ৮০০ হেক্টর এবং উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৮৭ হাজার ৭২০ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আমনে উচ্চফলনশীল হাইব্রিড জাতের ধান চাষ ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম চলছে।

এছাড়া, বাজার দর ভাল হওয়ায় মেহেরপুর জেলায় ক্রমাগত ভুট্টা চাষ বাড়ছে। গত ১০ বছরে আবাদ বেড়েছে প্রায় ১০ গুণ। ২০১৯-২০ বছরে ১৬ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে ভুট্টার আবাদ হয়েছে, উৎপাদন হয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনতে হবে –কৃষি সচিব

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা এর আয়োজনে, জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা এর সহযোগিতায়, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে, কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম পর্যালোচনা, চলমান আউশ ও রোপা আমন আবাদ পরিস্থিতি এবং আগামী বোরো মৌসুমের প্রস্তুতি বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

তিনি বলেন, বর্তমান করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে এবং বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় দেশের কোথাও যেন এক ইঞ্চি জমি অনাবাদি না থাকে সে দিকে সবাইকে দৃষ্টি রাখতে হবে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে তিনি নির্দেশনা দেন। তিনি কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার সোনাইছড়ি প্রকল্পের সমস্যা নিরসনে কেটিসিসিএ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান। তিনি স্থানীয় কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে চাষযোগ্য জমি চাষের আওতায় এনে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য উপস্থিত সবাইকে আহ্বান করেন।

প্রধান অতিথি একই দিনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা এবং দাউদকন্দি উপজেলায় পারিবারিক সবজি বাগান পরিদর্শন করেন। দিনের শেষ বেলায় তিনি দাউদকান্দি উপজেলার নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে কৃষকদের মাঝে শাকসবজির বীজ বিতরণ করেন।

মতবিনিময় সভায় জনাব মো. আবুল ফজল মীর, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. মো. শাহজাহান কবীর, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর; কৃষিবিদ মনোজিত কুমার মল্লিক, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা।

কুমিল্লা অঞ্চলের কৃষি কার্যক্রম ও অগ্রগতি উপস্থান করেন ডিএই, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলার উপপরিচালকগণ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ। কৃষিবিদ মো. রবিউল হক মজুমদার, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সঞ্চালনায় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

পটুয়াখালী সদরে 'পার্চিং উৎসব' উদযাপন

পটুয়াখালী সদরের পশ্চিম শারিকখালী গ্রামের কৃষকদের নিয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশে ০২ সেপ্টেম্বর ২০২০ 'পার্চিং উৎসব' উদযাপন করা হয়। উপজেলা কৃষি অফিস আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন। এ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিএইর উপপরিচালক হৃদয়েশ্বর দত্ত। কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ধীমান মজুমদারের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার মার্জিন আরা মুক্তা, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. আব্দুল বারেক, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার আবদুছ ছালাম প্রমুখ। নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৬তম এশিয়া-প্যাসিফিক

প্রথম পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত ৪০ বছরে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আবাদযোগ্য জমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততার পরিমাণ বাড়ার চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশের এ অর্জন অন্যান্য সদস্যদেশগুলোর জন্য রোল মডেল ও উদাহরণ।

ব্রিফিংকালে কৃষিমন্ত্রী জানান, ভুটান এবারের ৩৫ তম এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন ১-৪ সেপ্টেম্বর সময়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজন করেছে। দুই বছর পর পর এই রিজিওনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ৪৬টি সদস্যদেশের মধ্যে ৪১টি দেশের মন্ত্রিবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি খাত, সিভিল সোসাইটি, অ্যাকাডেমিয়া এবং খাদ্য ও কৃষি খাতের টেকনিক্যাল এক্সপার্টসহ ৪০০ জন এরও বেশি প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছে।

তিনি আরও জানান, ৩-৪ সেপ্টেম্বরের মন্ত্রী পর্যায়ের সেশনে ৩১ জন মন্ত্রী ও ২৮জন ভাইস মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ৬টি মন্ত্রণালয় যেমন: কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ. বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করেছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, মহামারী করোনা, ঘূর্ণিঝড় আমফান, চলমান দীর্ঘস্থায়ী বন্যাসহ যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বাংলাদেশের কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। কৃষি মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তরসমূহ করোনা ঝুঁকির মধ্যেও অত্যন্ত সজাগ, সক্রিয় রয়েছে। ফলে করোনাকালেও আমাদের খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। করোনার কারণে দেশে খাদ্যের কোনো সংকট হবে না বলে আশা করি।

উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৫তম এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলনটি ভিভিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপির নেতৃত্বে বাংলাদেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলে ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি, কৃষিসচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, খাদ্যসচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবদুস সোবহান শিকদার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. আব্দুর রৌফ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্ম সচিব রাব্বি মিয়া এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ আশফাকুল ইসলাম বাবুল।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ২০৪১ সালের আগেই উন্নত সমৃদ্ধ দেশে

প্রথম পাতার পর

ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি এবং সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. রাজ্জাক বলেন, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পাড়ের এই অঞ্চলটি সত্যিকার অর্থে কোনো দিনই স্বাধীন ছিল না। বঙ্গবন্ধুই এই বঙ্গভূমি বা অঞ্চলটিকে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেন। এই বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সুদূর পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ষড়যন্ত্রকারীরা সপরিবারে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড মানবেতিহাসের বর্বরোচিত ঘটনা। কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, এটা বাস্তবতা বিবর্জিত। বঙ্গবন্ধু একটি অসাম্প্রাদায়িক, গণতান্ত্রিক, ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে ৭১-এর পরাজিত শক্তি ও যুদ্ধাপরাধীরা বাংলাদেশকে, এ দেশের স্বাধীনতা ও অস্তিত্বকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শ ও চেতনাকে, বাঙালির আত্মাকে হত্যা করতে চেয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীরা। সেখানেই থেমে থাকে নি তারা, এখনও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনাকে বার বার হত্যার চেষ্টা করছে ষড়যন্ত্রকারীরা।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী সভাপতি মো: হামিদুর রহমানের সভাপতিত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী সাধারণ সম্পাদক বদিউজ্জামান বাদশা, জাতীয় সংসদ সদস্য হোসনে আরা, কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃষিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এ সভায় 'বিদীর্ণ করেছ বাংলাদেশের বুক' শিরোনামে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) হাসানুজ্জামান কল্লোল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ১৫ আগস্টের শহিদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তাছাড়া শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। এ সময় অনলাইন স্ট্রিমিং অ্যাপ 'জুম' এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশ হতে অসংখ্য কৃষিবিদ সংযুক্ত ছিলেন।

এগ্রো প্রসেসিং ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভারতের সহযোগিতা

শেষের পাতার পর

সকল ক্ষেত্রে দুদেশের সহযোগিতা করার অনেক সুযোগ রয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুরাষ্ট্র। ভারতের সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এ সম্পর্ক অটুট থাকবে। ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করে ভারতের রাষ্ট্রদূত রীভা গাঙ্গুলী দাশ বলেন, এগ্রো প্রসেসিং, ডেইরি, কৃষি প্রকৌশল এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে দুইদেশের সহযোগিতার অনেক সুযোগ রয়েছে। এসময় তিনি এসব বিষয়সহ কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

অনলাইনে নিরাপদ কৃষিপণ্য ক্রয়/বিক্রয়ে ভিজিট করুন ফুড ফর ন্যাশন
www. foodfornation. gov.bd

বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মীদের নিঃশেষ করতে ২১ শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা

শেষের পাতার পর

শোক দিবস পালন অর্থপূর্ণ হবে।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মো: আরিফুর রহমান অপু। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদের সভাপতিত্বে বিএডিসির চেয়ারম্যান মো: সায়েদুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো: নাজিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার সারা দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৫০০ কর্মচারী অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

সভার শুরুতেই ১৫ আগস্টে শহিদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্য ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধির জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৪তম বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা
❑ ভাদ্র-১৪২৭ বঙ্গাব্দ; আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মীদের নিঃশেষ করতে ২১ শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা করেছিল, ৭১-এর পরাজিত শক্তি ও যুদ্ধাপরাধীরা–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে ৭১-এর পরাজিত শক্তি ও যুদ্ধাপরাধীরা বাংলাদেশকে, এ দেশের স্বাধীনতা ও অস্তিত্বকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু একটি অসাম্প্রাদায়িক, গণতান্ত্রিক, ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শ ও চেতনাকে, বাঙালির আত্মাকে হত্যা করতে চেয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীরা। কৃষিমন্ত্রী ২০ আগস্ট, ২০২০ বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অনলাইনে এসব কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনাকে বার বার হত্যার চেষ্টা করছে ষড়যন্ত্রকারীরা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আলোকবর্তিকা এখন তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে। তাঁকে হত্যা করতেই ২১শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা হয়েছিল। ১৫ই আগস্ট এবং ২১শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা একইসূত্রে গাঁথা। যারা ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশকে পাকিস্তানের ধারায় ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে, যারা পাকিস্তানের লেজুড়বৃত্তি করে, যারা ধর্মকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, আদর্শ ও ঐতিহ্যকে বিলুপ্ত করতে চায়- তারাই ২১শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে কায়দায় এরা হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন চালিয়েছিল ঠিক একই কায়দায়, একই ধারায় দিবালোকে ২১শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা করেছে, যুদ্ধের মতো। এ গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে এরা আওয়ামী লীগকে নির্মূল, নেতৃত্বশূন্য এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মীদের নিঃশেষ করতে চেয়েছিল।

কর্মকর্তাদের উদ্দেশে কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। আপনারা সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করবেন। তাহলেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়িত হবে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, শান্তির বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

এগ্রো প্রসেসিং ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বাংলাদেশ সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারতের রাষ্ট্রদূত রীভা গাঙ্গুলী দাশ

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত রীভা গাঙ্গুলী দাশ ২৩ আগস্ট ২০২০ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপির সাথে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে দুইদেশের কৃষি, প্রাণিসম্পদ, কৃষি প্রকৌশল এবং ডেইরি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় কৃষিসচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে একসময় কৃষিখাত কম উৎপাদনশীল ছিল। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ এবং কৃষিখাতে প্রণোদনার ফলে কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এখন মূল লক্ষ্য হলো কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও আধুনিকীকরণ করা। সেজন্য কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে আছে। আর ভারত এক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে আছে। সেজন্য, এসব ক্ষেত্রে ভারতের সহযোগিতা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দুইদেশের একসাথে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। এসময় কৃষিমন্ত্রী এগ্রো প্রসেসিং ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতেও কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দুইদেশই কৃষিপ্রধান। আমরা দ্রুত শিল্পায়নের দিকে যাচ্ছি। সেটি করতে হলে অভ্যন্তরীণ বাজার বড় করতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা ও উন্নত করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজার বাড়াতে হবে। সেজন্য, শুধু কৃষিতে নয়, শিল্পায়ন, সার্ভিস সেক্টরসহ অর্থনীতির

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd